ইউনিট ৩: মানব উন্নয়ন
Human Development

ভূমিকা

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য উপাদান। মানব সম্পদ ছাড়া উন্নয়নের অন্যান্য উপাদান অর্থহীন হয়ে পড়ে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মানব সম্পদকে অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল করা যায়। কাজেই কর্মক্ষম জনশক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে ‘মানব সম্পদ উন্নয়ন’ বলা যায়। অর্থাৎ এটি নতুন নতুন সামর্থ্য ও সৃষ্টি বোঝায়।

সুতরাং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মগুণ, সুপ্ত প্রতিভা, উন্নত ও বিকশিত করে তোলাই হল ‘মানব সম্পদ উন্নয়ন’।

এই ইউনিটে মোট তিনটি পাঠ রয়েছে। এই পাঠগুলো হল:

পাঠ- ৩.১: উৎপত্তি, ধারণা, বিভিন্ন ধারণার সাথে সম্পর্ক এবং মানব উন্নয়ন কৌশল

পাঠ- ৩.২: মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক এবং উপাদান

পাঠ- ৩.৩: মানব সম্পদ উন্নয়ন: নির্ণায়ক ও সূচক

পাঠ ৩.১: উৎপত্তি, ধারণা, বিভিন্ন ধারণার সাথে সম্পর্ক এবং মানব উন্নয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মানব উন্নয়নের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মানব উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ধারণার সম্পর্ক সনাক্ত করতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশলগত পরিকল্পনার ধাপ উল্লেখ করতে পারবেন।

উৎপত্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন ঘটে। মানুষের সৃষ্টি লগ্ন থেকে ক্রমশ এর বিকাশ ঘটতে থাকে। মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক পরবর্তীতে জটিল সাংগঠনিক কাঠামো ও নানাবিধ কারণে মানুষকে পণ্য ও দাসের মত বিবেচনা করা হতো। দাস সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ক্ষমতাসীনদের পদতলে দলিত-মথিত হতো। কিন্তু শিল্প বিপ্লব, ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকলে মানুষের প্রতি সমাজের চিন্তা চেতনা পরিবর্তিত হতে থাকে। সামাজিক সংগঠনে মানব সম্পদকে মানব পুজি (Human Capital) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, যাতে তারা সমাজের জন্য সম্পদ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে।

ধারণা

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) মানব উন্নয়ন (Human Development) ধারণা প্রবর্তন করে। অর্থাৎ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন সাধিত হয়।

মানব সম্পদ সম্পর্কিত ধারণা কেবল অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানও এই ধারণা গঠনে সহায়তা করেছে। যেমন– সমাজ বিজ্ঞানেও বর্তমানে এই ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে। মানুষের দলবদ্ধ সক্রিয়তা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, মানবীয় সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। বিভিন্ন গবেষণা ফলাফলের তথ্য থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- সামাজিক জীবনের সফলতা, মানুষের দলবদ্ধ সক্রিয়তা এবং উপযুক্ত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। জাতির সাংগঠনিক কাঠামোর দৃঢ়তা নির্ভর করে মানুষের দলগত সংহতির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ক্ষমতা আছে সমাজ বৈজ্ঞানিক অর্থে তাই হল মানব সম্পদ। কারণ এই আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতাই সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাই সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় যে ক্ষমতা সামাজিক সংগতি স্থাপনে সহায়তা করে, সেটিই হল মানব সম্পদ। একজন মানুষের সমাজে স্বার্থকভাবে বসবাস করার জন্য কতকগুলো দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োজন হয়। এই গুণাবলিগুলো তার ব্যক্তিগত সম্পদ। এরূপ ব্যক্তিগত সম্পদ সমৃদ্ধ মানুষগুলোই পরবর্তীতে একটি দেশের জন্য মানব সম্পদে পরিণত হয়।

মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকেও মানুষকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে মানব সম্পদ হল মানুষের সেই সমস্ত মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সমষ্টি যা সামাজিক বিবর্তনে সহায়তা করে।

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের জৈবিক কাঠামো এবং সুস্বাস্থ্যই সম্পদ হিসেবে গণ্য এবং সুঠাম দেহ কাঠামো ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারীই মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান (Management Science) বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যে বিজ্ঞানের মূলকথা আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষ এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস। যান্ত্রিক শক্তি ও মানবিক শক্তির সার্থক সমন্বয়েই সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের কর্ম-ক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত পরিচালনা ব্যবস্থার প্রয়োজন। আদর্শ পরিচালক কর্তৃক উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ ক্ষমতা সঞ্চার সম্ভব। তাই ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে, মানবশক্তি, পরিকল্পনার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং মানব শক্তিকে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ মানব শক্তি তখনই সম্পদে রূপান্তরিত হয়, যখন তাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা হয়। তাই ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানীদের কাছে মানব শক্তির প্রয়োজন ভিত্তিক প্রায়োগিক রূপই হল মানব সম্পদ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

মানব সম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে/ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা ও প্রেষণা এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কর্মীদের কার্য-সম্পাদন পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ব্যবহার করে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব।

শিক্ষা প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা প্রযুক্তি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং সঠিক শিক্ষা কাঠামো জাতীয় উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষা খাতকে তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ রূপকল্প এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং ইতিবাচক উন্নয়নে নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমত সহিষ্ণু, অসম্প্রাদায়িক, দেশপ্রেমিক ও কর্মমুখী নাগরিক গড়ে তোলা।

কারিগরি শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন

দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার প্রসার। এ লক্ষ্যে নানান বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসাসহ ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ-তরুণীদের আত্ম-কর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে বিদেশে চাকুরীর সুযোগ গ্রহণে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজিভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার কোর্স/কারিকুলাম অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে দেশের ৬টি বিভাগে ১১টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জন-সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা- ২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া ৯৩টি সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ৬৮,৮৪৩ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষায় আইসিটি (ICT) কার্যক্রম ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

যুগোপযোগী ICT ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ICT in Education Master Plan ইতিমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৩,৭০০টি, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৫,২০০টি ও কলেজ পর্যায়ে ১,৬০০টি প্রতিষ্ঠানে ১টি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিষয় ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল, বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তির কার্যক্রম, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ, এসএমএস ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে। Online Data Query-এর মাধ্যমে শিক্ষা উপাত্ত সংগ্রহ, বিদেশী ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরির জন্য ১৯টি Digital Language Laboratory স্থাপন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রায় ৩,১২১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের পিডিএফ ভার্সন এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এ টু আই ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহারযোগ্য করে আপলোড করা হয়েছে।

গুণগত শিক্ষা সরাসরি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত এবং বিষয়টি বর্তমান থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত প্রসারিত। কারণ ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ইতিবাচক ও স্থায়ী পরিবর্তনের সহায়ক। পারিবারিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব জীবনের উপযোগী টেকসই শিক্ষা হচ্ছে– গুণগত শিক্ষা।

স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের প্রধান অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। সেই সূত্রে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যহত রয়েছে। প্রশিক্ষিত সেবাকর্মী দ্বারা সেবা প্রদানের হার ১৯৯১-২০০০ অর্থ বছরের ৩৩% হতে ২০১১ সাল নাগাদ ৫২% উন্নীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি ব্যবহারের হার ২০০০ সালে ৫৪% হতে বেড়ে ২০১১ সালে ৬১% উন্নীত হয়েছে। পুষ্টি সেবার মান উন্নতির ফলে শিশুদের মৃত্যুহার কমে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে প্রতি হাজারে ৯৪ জন থেকে ২০১১ সালে ৫৩ জনে নেমে এসেছে। জনগণের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ বছর হয়েছে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৬৫ বছর। বাংলাদেশের মাতৃ মৃত্যুহার ২০০১ সালে ৩.২% থেকে ২০১১ সালে ১.০৯% নেমে এসেছে। দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুর ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয়। সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে, দারিদ্র্য বিমোচন, অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে স্বল্প, মধ্যম ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) গঠন করা হয়েছে। এই পরিষদ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অতএব মানব উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি চিন্তন প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা হবে বুদ্ধিভিত্তিক এবং মানসিক অনুশীলন যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধাসমূহের জন্য প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিম্নের কৌশলসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন–

- পরিবেশগত উন্নয়ন;
- সর্বত্র ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ;
- সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার;
- সকলের অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ।

মানব সম্পদ উন্নয়নে কৌশলগত পরিকল্পনার ধাপ

সংগঠনের কাজ/উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করা (Define Organizational Philosophy)
↓
পারিপার্শিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ/বিবেচনা করা (PEST Analysis)
↓
সাংগঠনিক শক্তি ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করা (SWOT Analysis)
↓
প্রাতিষ্ঠানিক ভিশন/মিশন নির্ধারণ (Vision/Mission)
↓
কর্মের কৌশলসমূহ উন্নয়ন (Develop Strategies for Action)

মানব সম্পদ উন্নয়ন চক্র (HRD Circle)

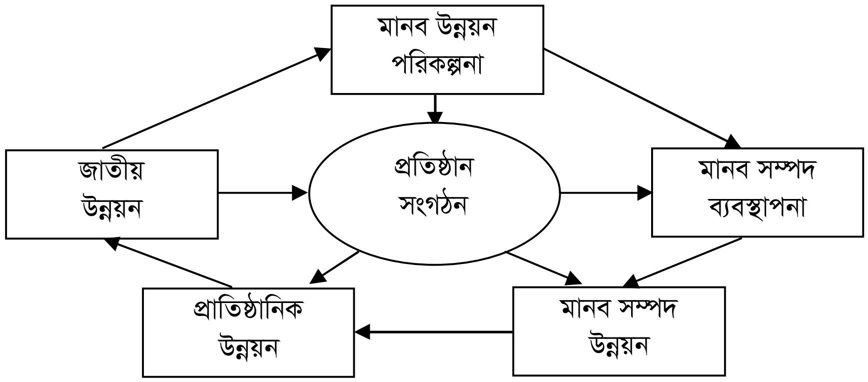

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, জাতি ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিতকরণে/মানব সম্পদ উন্নয়নে সকলের সমন্বিত অবদান আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতির সাংগঠনিক কাঠামোর দৃঢ়তা নির্ভর করে–
ক. অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের উপর
খ. মানুষের দলগত সংহতির উপর
গ. উপযুক্ত সামাজিক কার্যকারিতার উপর
ঘ. জাতির মানবিক শক্তির উপর

২. মানব উন্নয়নের ধারণা প্রবর্তন করা হয় (UNDP)–
ক. ষাট এর দশকে
খ. পঞ্চাশের দশকে
গ. নব্বইয়ের দশকে
ঘ. আশির দশকে

৩. মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো–
ক. বেকারত্ব দূরীকরণ
খ. শিক্ষার আধুনিকায়ন
গ. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
ঘ. সর্বস্তরে সম্পদের সুষম বণ্টন

৪. দেশের যুবসমাজকে উৎপাদনশীল করার প্রধান উপায় হচ্ছে–
ক. মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটানো
খ. যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা
গ. কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো
ঘ. ভাষা শিক্ষার উন্নয়ন করা

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. গ, ৪. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশের যুব সমাজকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিকে পরিণতকরণে গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলো কী কী?
২. ICT in Education Plan এ সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে?
৩. মানব সম্পদ উন্নয়নে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (NSDC) ভূমিকা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে কৌশলগত পরিকল্পনার ধাপ লিপিবদ্ধ করুন।
২. “মানব সম্পদ উন্নয়ন চক্র” টি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.২: মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক এবং উপাদান
Various Aspects and Factors of Human Development

কোন দেশের কর্মক্ষম শ্রম শক্তিকে সে দেশের “মানব সম্পদ” বলে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে তরান্বিতকরণে দক্ষ জনশক্তির পর্যাপ্ত যোগান একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষই অর্থনীতিতে মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বর্তমানে মানুষ বা ব্যক্তিকে জাতীয় সম্পদের প্রধানতম সম্পদ বা উপাদান হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে এবং সর্বক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছে। সমাজে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে সামাজিক অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল. জে. মেয়ার (Paul J. Mayer) বলেছেন, “The greatest natural resources of our country is its people”। তাই অন্যান্য সম্পদের মত মানুষও জাতীয় সম্পদ। উন্নতির প্রত্যক্ষ ফলাফলের জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদের প্রয়োজন। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জনসম্পদের সঠিক নির্বাচন, পদায়ন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রেষণা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে জনসম্পদ উৎপাদনের একটি স্বার্থক পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য দিকসমূহ

- **মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা:** এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হতে হবে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে সঠিক কাজে নিয়োজিত করা।
- **সাংগঠনিক উন্নয়ন করা:** প্রতিষ্ঠানকে সমস্যামুক্ত করা এবং কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা সার্বিক উন্নয়ন ঘটিয়ে মানব সম্পদকে অধিক কার্যকরী করে তোলা।
- **পরিতোষিক সুবিধাদি প্রদান:** মানুষ পরিশ্রম করে অভাব পূরণের জন্য আর এ জন্য প্রয়োজন অর্থের। কাজের বিনিময়ে তারা অভাব পূরণের উপযোগী পারিতোষিক ও সুবিধা প্রত্যাশা করে।
- **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকরণে মানব সম্পদের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। তাহলেই জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।
- **দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর তৈরি:** উপযুক্তি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একদল দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর গড়ে তোলা সম্ভব যারা অর্থনীতির যে কোন খাতে বেশি অবদান রাখতে পারে।

- **অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জড়িত বহু ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং হাতে নিচ্ছে। এসব কাজের সঠিক বাস্তবায়নে প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, কেমিস্ট, ডাক্তার, সুপারভাইজার, পরিদর্শক, প্রশাসনিক ব্যক্তি, পরিসংখ্যানবিদ, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, অপারেটর, মাঠকর্মী, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সচিব ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল আবশ্যক।
- **পরিবেশ উন্নয়ন:** পরিবেশগত উন্নয়ন মানব সম্পদ উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, পরিবেশ রক্ষা, সংরক্ষণ, পাহাড় কেটে ফেলা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বনভূমি উজাড়, বৃক্ষ নিধন ইত্যাদি নৈমিত্তিক ব্যাপার বিভিন্নভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। অতএব ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।
- **সর্বস্তরে নিরক্ষরতা দূরীকরণ:** বাংলাদেশে বয়স্ক পুরুষের চেয়ে বয়স্ক নারীদের নিরক্ষরতার হার বেশি। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- **প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ:** আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান, দক্ষতা ও প্রয়োগের উপযোগী করে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব। এতে দেশকে দ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা সহজ হবে। সর্বস্তরে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:** আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তিজ্ঞান বাংলাদেশের মানুষকে অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে বাস্তববাদী ও উন্নয়নমুখী করে তুলতে সাহায্য করে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রসারে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।
- **উৎপাদন বৃদ্ধি:** প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মানব সম্পদ। কারণ কেবলমাত্র দক্ষ মানব সম্পদই পারে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে। ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতি দূর হবে, দেশ হবে স্বাবলম্বী।
- **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করতে পারলে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হবে। অন্যদিকে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করে যদি কর্মসংস্থানের যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করা না যায় তাহলে উন্নয়নের গতিধারা ব্যহত হবে। বেকারত্বের ফলে জনমনে চরম হতাশা, অন্যায়, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটাবে। ফলশ্রুতিতে দক্ষ মানব সম্পদ দেশের জন্য একটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করবে।
- **আয়-বৈষম্য দূরীকরণ:** বাংলাদেশে বর্তমানে প্রকট আয় বৈষম্য বিরাজমান। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এবং সরকার কর্তৃক যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করে সমাজে আয় বৈষম্য কমাতে হবে।
- **দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন:** মানব সম্পদ উন্নয়নে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারি বেসরকারি সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতির কারণে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা কতিপয় ব্যক্তি হাতে চলে যায়। এজন্য দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।
- **কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের সকল স্তরে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারিগরি ও প্রকৌশলগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা যায়।
- **মুদ্রাস্ফীতি রোধ:** দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা গেলে দ্রব্যমূল্য কমে আসবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি তথা গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।
- **বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ:** বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে ধীরে ধীরে এদেশের জনগণ উন্নত মানব সম্পদে পরিণত হবে। কারণ মানব সম্পদ হল মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলির সমষ্টি যা সামাজিক বিবর্তনে সহায়তা করে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদানসমূহ

সম্পদ মূলত আংশিকভাবে জ্ঞানগত এবং আংশিকভাবে অর্জিত। সুতরাং মানুষকে সামাজিক স্তরে উন্নীত করতে হলে তার মধ্যে এমন কতকগুলো গুণের সংযোজন করতে হবে যাতে সে সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করতে বা অবদান রাখতে পারে। সুতরাং একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদানই হচ্ছে মানব সম্পদ। মানব সম্পদ ছাড়া উন্নয়নের অপরাপর উপাদান অকেজো হয়ে পড়ে। মানব সম্পদ যেহেতু আংশিকভাবে অর্জিত, সেহেতু তার উন্নয়ন সম্ভব এবং সম্পদে রূপান্তরিত করতে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন শর্ত আরোপ করেছেন যা মানব সম্পদ উন্নয়ন উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন মূলত একটি প্রক্রিয়া। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির ফলে কর্মী তার কাজ করে এবং এর উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে। অর্থনীতিবিদ Gunar Myrdal মানব সম্পদ উন্নয়নে আটটি অপরিহার্য উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল–

- স্বাস্থ্য সুবিধা;
- শিক্ষা;
- খাদ্য ও পুষ্টি;
- দক্ষতা;
- জনসংযোগ মাধ্যম;
- কর্মসংস্থান;
- পরিবহন;
- শক্তি ভোগ (Power Resources; বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি ইত্যাদি)।

- **স্বাস্থ্য সুবিধা:** ব্যক্তিকে তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন করে নিজের আচরণকে পরিচালিত করবে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে সব দেশে সামগ্রিক উন্নয়নের হার কম, সেসব দেশে মৃত্যুর হার বেশি। পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অপুষ্টিগত রোগ সংক্রমণের হার বেশি। ফলে জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।
- **শিক্ষা:** শিক্ষার প্রধান কাজ হল মানব সম্পদ উন্নয়ন করা। মানব সম্পদ উন্নয়নের সকল কৌশলই শিক্ষা নির্ভর। সুতরাং জাতীয় জীবনে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সহজেই অনুমেয়।
- **দক্ষতা:** মানব সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি। এ কর্মদক্ষতা বিকাশের জন্য ব্যক্তির জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতার অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তির সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

এছাড়া প্রক্রিয়াগতভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদান প্রধানত দুই প্রকার। যথা–

১. বাহ্যিক উপাদানসমূহ
২. মানব সম্পদ কার্যাবলি নির্ভর।

১. বাহ্যিক উপাদানসমূহ (External Factors)

অনেক সময় বাহ্যিক উপাদানগুলো মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে বাহ্যিক উপাদানগুলোকে বিবেচনায় রেখে মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেমন–

ক. **অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Factor):** দেশের অর্থনীতি, এর প্রবণতা এবং ব্যবসায় চক্র অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা বিরাজ করলে সার্বিক উন্নয়নে ও মন্দাবস্থা দেখা দেয়। ফলে এসব অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রভাবিত করে।

খ. **শ্রম বাজার (Labour Market):** শ্রমিক সংখ্যার সরবরাহের উপর মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যাবলি নির্ভর করে। কারণ শ্রমিক সরবরাহ ও দক্ষতার উপর মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

গ. **আইন ও বিধিসমূহ (Law and Regulation):** দেশের বর্তমানে প্রচলিত আইন ও বিধির উপর মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ভর করে। যেমন বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। আবার কোথাও কোথাও শ্রমিকের নিম্ন মজুরী, বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কিত নীতিমালা বিদ্যমান। এ পরিস্থিতিতে প্রচলিত আইন কানুন ও নীতিমালা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়।

ঘ. **শ্রমিক সংঘ (Trade Union):** দেশের শ্রমিক সংঘ, তাদের প্রবণতা, তাদের অভিপ্রায় ইত্যাদি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হয়। কারণ দেশে সংগ্রামী শ্রমিক সংঘের প্রভাবে স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যহত হয় এবং কর্মরত কর্মীদের উপর প্রভাব ফেলে।

অতএব, উল্লিখিত বাহ্যিক উপাদানগুলোকে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখার কথা বলা হয়েছে। কারণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদানগুলোকে বিবেচনায় না রেখে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না। ফলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

২. মানব সম্পদ কার্যাবলি (Human Resource Functions)

কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা থেকে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা, রক্ষণাবেক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রমকে মানব সম্পদ কার্যাবলি বলে। যেমন–

- সহায়ক কার্যাবলি (Supportive Functions)
- কার্যভিত্তিক কার্যাবলি (Functional Functions) (কর্মী, কাজ ও ফলাফলসমূহ)

সহায়ক কার্যাবলি (Supportive Functions)

মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা, ব্যক্তির ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিশ্লেষণ, কার্য বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যত ফলাফল অনুমান করাই হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক কার্যাবলি। এর মাধ্যমে মানব সম্পদের চাহিদা ও যোগ্যতা নিরূপণের পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

কার্যভিত্তিক কার্যাবলি (Functional Functions)

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে কর্মী সংস্থান, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, মজুরী ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ কার্যভিত্তিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে মূল পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশ্যই এই কার্যভিত্তিক কার্যাবলির মূল লক্ষ্য। উন্নয়নের সকল প্রায়োগিক কাজ এর আওতায় সম্পাদিত হয়।

প্রথমত: কার্যভিত্তিক কার্যাবলিতে কেন্দ্রিয়ভাবে যার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ সে হচ্ছে কর্মী। কর্মী তার সামর্থ্য ও প্রেষণার উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

দ্বিতীয়ত: নির্দিষ্ট একটি কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন। তবে কাজটির জন্য যদি কোন পুরস্কার (অর্থ, পদোন্নতি, প্রশংসা ইত্যাদি) না থাকে তবে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী দ্বারা কাজটি অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। কারণ কর্মী ও কাজের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

তৃতীয়ত: মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যাবলিতে বাহ্যিক উপাদানের প্রভাবের পাশাপাশি কর্মী ও কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কতগুলো নিশ্চিত ফলাফল বের হয়ে আসে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রভাবের মাত্রা অভ্যন্তরীণ প্রভাবের চেয়ে তীব্রতর হলে উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদিত না হয়ে ফলাফল বিপরীত হতে পারে। কারণ অধিকাংশ ফলাফল নির্ভর করে মানব সম্পদ কার্যাবলির বিচক্ষণতার উপর।

সুতরাং দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরি। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগণ বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে।

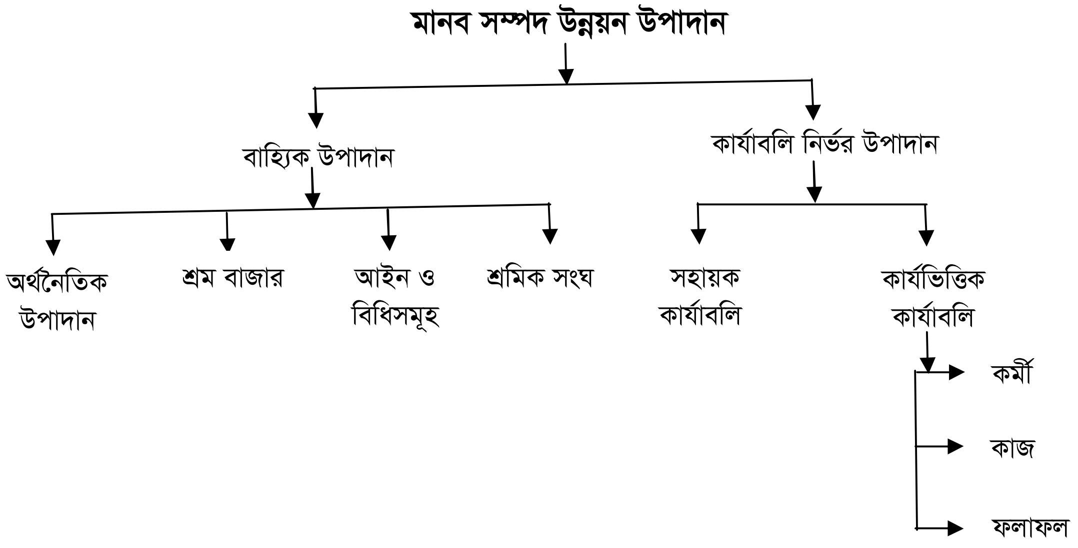

ছক: মানব সম্পদ উন্নয়ন উপাদান (প্রক্রিয়াগত)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান–
ক. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
খ. বৈদেশিক সাহায্য বা অনুদান নির্ভরশীলতা
গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন
ঘ. ক্ষেত্র বিশেষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত হয়–
ক. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার
খ. শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকিকরণ
গ. দক্ষ জনশক্তির পর্যাপ্ত যোগান
ঘ. সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে

উত্তরমালাঃ ১. গ, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
২. অবকাঠামোগত উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেশের জনগণ কিভাবে উন্নত মানব সম্পদে পরিণত হবে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।
২. মানব সম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানগুলো উল্লেখপূর্বক প্রক্রিয়াগত উপাদানগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিন।
৩. মানব সম্পদ কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়? অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ কার্যাবলির ভূমিকা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৩: মানব সম্পদ উন্নয়ন: নির্ণায়ক ও সূচক (H. D. I)

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য উপাদান। যে সকল উপাদান মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে সেগুলোকে মানব সম্পদ গঠনের নির্ণায়ক বলা হয়। মানব উন্নয়ন (HD) হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলি এবং তার সম্ভাব্যতা (Potentialities) এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার (Utilization) নিশ্চিতকরণ। পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর মান উন্নিতকরণ। (UNDP Report)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি−

- মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড উল্লেখ করতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে মানদন্ডের নির্ণায়কের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন;
- মানব উন্নয়নের প্রধান নির্ণায়কসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে সূচক ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মানব উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান উল্লেখ করতে পারবেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ড

অধ্যাপক T. W. Schultx মানব সম্পদ গঠনে পাঁচটি কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো−

- স্বাস্থ্য সেবা ও সুবিধা মানুষের জীবন প্রত্যাশা, শক্তি, উদ্যম এবং জীবন শক্তিকে প্রভাবিত করে।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচি।
- কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষাসহ বয়স্করেদ জন্য হাতে কলমে শিক্ষা।
- পরিবর্তিত নিয়োগের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে স্থানান্তর।
- কাজে নিয়োজিত অবস্থায় শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ।

মানব সম্পদ সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক বা জ্ঞানগত নয়। সময়ের পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে মানব সম্পদে পরিণত হয়। যেমন-

- ব্যক্তি তখনই সম্পদে রূপান্তরিত হয়, যদি সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। কারণ স্বাস্থ্য ও দৈহিক সামর্থ মানব সম্পদের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।
- মানুষ দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সাথে অংশগ্রহণ করলে সে মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

Robert Kreither-এর মতে "প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের পরিকল্পনা, সংগ্রহ এবং উন্নয়নের সাথে মানব সম্পদ জড়িত" (Human resources development involves the planning, acquisition and development of human resources necessary for organizational success).

মানব উন্নয়নের নির্ণায়কসমূহ (HDI)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মুনাফা অর্জন ও সমাজ সেবার লক্ষ্যেই যে কোন প্রতিষ্ঠান তার কার্যাবলির সূচনা করে। যেমন- ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, অর্থসংস্থান ইত্যাদি। এ সকল কাজের মধ্যকার সমন্বয় নির্ভর করে মানব সম্পদের সুষ্ঠ উন্নয়নের উপর কেননা মানব সম্পদ ব্যতিরেকে উন্নয়নের চাকা একেবারেই অচল। সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য ও নির্ণায়ক/নির্দেশকসমূহ নিম্নরূপঃ

- মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার
- দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা
- দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- কার্যসন্তুষ্টি বিধান
- উপর্যুক্ত কর্মী নির্বাচন
- উচ্চ মনোবল সংরক্ষণ
- আনুগত্য সৃষ্টি
- শৃঙ্খলা বিধান
- জ্ঞান/শিক্ষা/তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতি
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
- শ্রম বাজার
- সক্ষমতা
- নৈতিকতা
- জবাবদিহিতা
- সমন্বয় বিধান।
- সাধারণ যোগ্যতা অর্জন।
- শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি।
- ব্যক্তিত্ব গঠন।
- মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন।
- যোগাযোগ দক্ষতা।
- বাস্তবধর্মী দক্ষতা।
- বাস্তবধর্মী মনোভাব।
- সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা।
- ব্যবস্থাপকীয় পারদর্শিতা/দক্ষতা।
- প্রভাবিত করার ক্ষমতা।

সুতরাং মানব উন্নয়নে বিভিন্ন দিক বা উদ্দেশ্য অর্জনে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদানগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অধ্যাপক জে. ডি. সেথি এর মতে "মানব সম্পদ উন্নয়ন যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হয় তবে তা মানুষের ভিতরে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক, কারিগরি, উদ্যোক্তের এমন কি নৈতিক সামর্থ্যগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার বুঝায় এটি নব নব সামর্থ সৃষ্টিকে বুঝায়।

সুতরাং উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করে তোলাই হল– মানব সম্পদ উন্নয়ন। সুতরাং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, উন্নত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কর্মদক্ষতা বা দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়কে মানব সম্পদ উন্নয়ন বলে।

নির্ণায়কের উপাদান বা উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ

যে সকল বিষয় বা উপাদান বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় তাকে অর্থনৈতিক বা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত বা উপাদান বলা হয়।

এ সকল পূর্বশর্তকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন–

- অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত বা উপাদানসমূহ।
- অ-অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত বা উপাদানসমূহ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ/চলনসমূহ: অর্থনৈতিক পূর্বশর্তসমূহের মধ্যে রয়েছে–

প্রাকৃতিক সম্পদ: প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে তরান্বিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত হয় আর কম হলে গত মন্থর হয়। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

মূলধন গঠন: প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য চাই পর্যাপ্ত মূলধন। মূলধনের পর্যাপ্ততা একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চলক। অন্য সব উপাদান থাকলেও মূলধনের অভাব বা পর্যাপ্ততা না থাকলে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

দক্ষ জনশক্তি: প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজন। দক্ষ মানব শক্তিই পারে একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সংগ্রহ এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। অর্থাৎ কোনো দেশের মানব সম্পদ যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনীতি তত বেশী উন্নত।

দক্ষ উদ্যোক্তা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হল দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি। উদ্যোক্তা মূলধন গঠন করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঝুকি গ্রহণ করে, নতুন নতুন উদ্ভাবনে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া পণ্যের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক কথায় উদ্যোক্ত নতুন নতুন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের ও মানব সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করে।

বিনিয়োগ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত হল বিনিয়োগ। বিনিয়োগ প্রবাহ অব্যাহত থাকলেই একটি দেশের উন্নয়নের প্রবাহ চলমান থাকে। বিনিয়োগ ছাড়া অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। বিনিয়োগের মাধ্যমেই প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যায়।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো: উন্নত অবকাঠামো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। দেশের উপযোগী অর্থনৈতিক কাঠামোর অস্তিত্ব, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। জাতীয় উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, যোগাযোগ, শহর-নগর, গ্রামের যোগসূত্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাস্তাঘাট ইত্যাদি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। সবল অবকাঠামোর অভাবে উপাদানের পর্যাপ্ততা থাকলে ও তা কোন কাজে আসে না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান: দক্ষ ও সংগঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে কোন উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক শক্তি। যেমন– কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বীমা কোম্পানীর সহযোগীতা উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক শক্তি, ব্যাংক মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে। আবার বীমা কোম্পানীগুলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাসের সহায়তা করে।

উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি: আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রযুক্তি নির্ভর। উন্নত কৌশল ও প্রযুক্তি ছাড়া প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহার কল্পনাই করা যায় না। বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশের উন্নয়নের পার্থক্যে যা সহজেই ধরা পড়ে। পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। কাজেই আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া যে কোন উন্নয়ন কল্পনাই করা যায় না।

বিস্তৃত বাজার: উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা না থাকলে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় না। অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যাহত হয়। দেশের ভিতরে ও বাইরে পণ্যের বাজার বিস্তৃত হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়। উল্লেখ্য, বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ থাকাও বঞ্চনীয়।

বিশেষায়ন: শ্রম বিভাগের বিশেষায়নের মাধ্যমে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষায়ন ও বৃহদায়তন উৎপাদনে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ণ করা যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্য: অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্য ঘাটতি তথা প্রতিকূল বাণিজ্য উন্নয়ন সহায়ক হয়। অনুকূল বাণিজ্য তথা আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হলে বিনিয়োগ, আয়, উৎপাদন ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা সম্প্রসারণ: জাতীয় উন্নয়নে প্রধান চাবিকাঠি হলো শিক্ষা, উন্নয়ন জোরদার করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান আবশ্যক।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কারণ জাতীয় আয়ের অধিকাংশ অর্থ যদি জনগণের প্রাত্যহিক জীবনে খরচ হয় তাহলে মূলধন গঠন ব্যাহত হবে। সুতরাং জনসংখ্যার অবাঞ্চিত বৃদ্ধি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার: প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অস্তিত্ব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। যে কোন উৎপাদনমূখীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের পথ সুগম হয় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

অ-অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত

অর্থনৈতিক উন্নয়নই শুধুমাত্র কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। এই উন্নয়ন অ-অর্থনৈতিক পূর্বশর্তের উপর ও নির্ভর করে। যেমন–

সামাজিক প্রথা: সামাজিক রীতিনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। সামাজিক অনুকূল প্রথা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ধর্মীয় কুসংস্কার: ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে প্রতিহত করে।

দৃষ্টিভঙ্গি: উন্নত মানসিকতা, উন্নত জীবনযাপনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। উন্নয়ন মানসিকতা মানুষকে অধিক আয়, সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে উৎসাহিত করে এবং এই মানসিকতা থেকে মানুষ দক্ষতা অর্জন করে, উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক অশান্তি ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীলতা লাভ করে।

দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন: দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন তথা আইনের শাসন একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানিসহ বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়, বিলম্বিত হয়। সুতরাং সুশাসন উন্নয়নের একটি নিয়ামত।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান: সামাজিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সহয়াক বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নত মানের হসপিটাল, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিনোদনমূলক পার্ক, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি। উন্নত মানসিকতা গঠনে এসবের কোন বিকল্প নেই।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক পরিকল্পনা, সুশাসন, দক্ষ জনবল, বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকলে একটি দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে।

মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)

মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলি ও তার সম্ভাব্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান উন্নীতকরণ।

মানব উন্নয়ন হচ্ছে (HD) মানুষের অর্ন্তনিহিত গুণাবলি এবং তার সম্ভাব্যতা ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর মান উন্নীতকরণকে বোঝায় (UNDP Report)।

Willian F. Glueck-এর মতে "মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ঐ সকল সিদ্ধান্ত এবং কার্যাবলি, যা সংগঠন ও কর্মীদের কাজে উৎসাহিত করে"।

মানব সম্পদ হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি ও জনগণ যারা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে সংগঠনের/প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের তথা লক্ষ্যে পৌঁছাতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। (Human resources are the people who are ready, willing and able to contribute to the organizational goals)

অতএব মানব সম্পদ বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা জ্ঞান, দক্ষতা, সক্ষমতা, সুস্থতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন করে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে।

২০১৪ সালের UNDP-এর মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) ১৯৮০-২০১৩ এর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশের অবস্থান:

ক্র. নং	দেশের নাম	অবস্থান	দেশের নাম	অবস্থান
১.	নরওয়ে	০১	সিয়েরালিওন	১৮৩
২.	অস্ট্রেলিয়া	০২	ইরিত্রিয়া/ইথিওপিয়া	১৮২
৩.	সুইডেন	০৩	মোজাম্বিক	১৭৮
৪.	নেদারল্যান্ড	০৪	নাইজার	১৮৭
৫.	যুক্তরাষ্ট্র	০৫		
৬.	জামানী	০৬		
৭.	সিঙ্গাপুর	০৯		
৮.	বাংলাদেশ	১৪৩		
৯.	কঙ্গো	১৮৬		
১০.	সেন্ট্রাল আফ্রিকা	১৮৫		

ছক: উন্নত ও উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশের মানব উন্নয়ন সূচক

মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)

UNDP কর্তৃক মানব উন্নয়ন সূচক তথা HDI ধারণাটির উদ্ভাবন হয়। মানব উন্নয়ন সূচক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গড়পড়তা ফলাফল, মাপ ও পরিমাপ যা হলো মানুষের আয়ুস্কাল, বয়স্ক শিক্ষার হার, বয়স্কদের স্কুলের গমনের গড়পড়তা বছর এবং মাথাপিছু আয় বা GDP ইত্যাদি।

UN-এর সদস্যভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৯২টি এর মধ্যে ১৫টি বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না থাকায় মোট ১৭৭টি জাতিসংঘ সদস্য দেশের জন্য প্রয়োগযোগ্য এবং তুলনামূলক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৪ সালে প্রণয়ন করা হয়।

কোনো দেশের মানব উন্নয়ন সূচক বা HDI টি যদি ০.৫ এর নিচে হয় সে দেশটিকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। যেমন– আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় ২২টি দেশকে অনুন্নত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার মানব উন্নয়ন সূচক যদি ০.৮০ থেকে বেশি হয় সেসব দেশকে আমরা উন্নত দেশ বলি। যেমন– আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, কিছু পূর্ব ইউরোপের দেশ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং তৈল সমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রসমূহ। কোন দেশে HDI যদি ০.৫ থেকে বেশি এবং ০.৮ থেকে কম হয় সেসব দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়।

মানব সম্পদ সূচকের আর একটি দিক হল স্বাস্থ্য। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেন অনুশীলনের মাধ্যমে যে অভ্যাসগুলো গড়ে তুলে পরবর্তী জীবনে তারা সেগুলো স্বাত:স্ফূর্তভাবে প্রয়োগ করে। তাছাড়া এই অভ্যাসগুলো পরবর্তীকালে সমাজ জীবনে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, কারণ ব্যক্তিগত সচেতনতা ও সক্রিয়তা ছাড়া মানব সম্পদ কার্যকরী হতে পারে না।

মানব উন্নয়নে আরও যেসব সূচক ব্যবহার করা হয় তা হলো– নারী স্বাধীনতা, বিভিন্ন আধুনিক বৃত্তি বা পেশায় অংশগ্রহণের হার (বিশেষ করে নারীদের) বিদ্যুৎ/শক্তিভোগ, সংবাদ প্রকাশ সংখ্যা, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সারণি- ৩.৩.১ মানব উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের অবস্থান, ২০১১

দেশের নাম	HDI মূল্যমান	HDI অবস্থান	স্বাক্ষরতার হার	স্কুলে পড়ার গড় বছর	গড় আয়ু
নরওয়ে	০.৯৪৩	১	৯৯	১২.৬	৮১.১
অস্ট্রেলিয়া	০.৯২৯	২	৯৯	১২.০	৮১.৯
যুক্তরাষ্ট্র	০.৯১০	৪	৯৯	১২.৪	৭৮.৫
নিউজিল্যান্ড	০.৯০৮	৫	৯৯	১২.৫	৮০.৭
কানাডা	০.৯০৮	৬	৯৯	১২.১	৮১.০
জার্মানী	০.৯০৫	৯	৯৯	১২.২	৮০.৪
সুইডেন	০.৯০৪	১০	৯৯	১১.৬	৮০.৬
জাপান	০.৯০১	১২	৯৯	১০.৮	৮৩.৪
ফ্রান্স	০.৮৮৪	২০	৯৯	১০৬	৮১.৫
সৌদি আরব	০.৭৭০	৫৬	৬৪.১	৭.৮	৭৩.৯
কুয়েত	০.৭৬০	৬৩	৭৩.৯	৬.১	৭৪.৬
মালয়েশিয়া	০.৭৬১	৬১	৮০.০	৯.৫	৭৪.২
শ্রীলংকা	০.৬৯১	৯৭	৮৯.১	৮.২	৭৪.৯
ফিলিপাইন	০.৬৪৪	১১২	৯০.৪	৮.৯	৬৮.৭
ইন্দোনেশিয়া	০.৬১৭	১২৪	৮৪.৪	৫.৮	৬৯.৪
পাকিস্তান	০.৫০৪	১৪৫	৩৬.৪	৪.৯	৬৫.৪
বাংলাদেশ	০.৫০০	১৪৬	৩৬.৬	৪.৮	৬৮.৯
ভুটান	০.৫২২	১৪১	৪০.৯	০.৩	৬৭.২
নেপাল	০.৪৫৮	১৫৭	২৭.০	৩.২	৬৮.৮
আফগানিস্তান	০.৩৯৮	১৭২	৩১.৬	৩.৩	৪৮.৭
কঙ্গো	০.২৮৬	১৮৭	২৬.৯	৩.৫	৪৮.১

সূত্র: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১১, UNDP

অতএব, উল্লেখিত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব দেশে শিক্ষা বিষয়ক উপরের দিকে সেগুলো মানব উন্নয়ন সূচক মূল্যায়নে (HDIV) উপরের দিকে। পাশাপাশি মানব উন্নয়ন সূচক অবস্থানও (HDIV) উপরের দিকে।

মানব উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান

মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিমাপের নির্দেশককে মানব উন্নয়ন সূচক বা HDI বলা হয় এবং এই সম্পদের উন্নয়নের মান নির্ণয় করা হয় মানব উন্নয়ন সূচকের আলোকে, অতএব যেসব সূচকের আলোকে মান নির্ণয় করা হয় সেগুলো হল–

- প্রতি ১০ হাজার শিশুর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হার;
- প্রতি ১০ হাজার মানুষের মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষা প্রাপ্তির হার;
- প্রতি ১০ হাজার কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার হার;
- প্রতি ১০ হাজার মানুষের মধ্যে চিকিৎসক ও প্রকৌশলীর হার;
- গড় আয়ু;
- বয়স্ক শিক্ষার হার;
- নারী শিক্ষার হার;
- গড় স্কুল সময়কাল;
- মাথাপিছু আয়;
- সামাজিক নিরাপত্তা।

কোন দেশের উচ্চ স্বাক্ষরতার হার সে দেশেল মানব উন্নয়নের ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত। মানুষের গড় আয়ু বেশি হলে অর্থ অভাব, দারিদ্র, হতাশা বা অসুস্থতার হার কম। মাথাপিছু আয় যত বেশি হয় সে দেশের দারিদ্র তত নিম্নগামী। বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার বেশি হলে নিরক্ষরতার হার দূর হয় এবং বয়স্করা পরোক্ষভাবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। (শিক্ষাকোষ: ২০০৩:৬৩০)

সারণি- ৩.৩.২: মানব উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।

দেশ	অবস্থান	সূচক	গড় আয়ু (বছর)	বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার (শতকরা)	শিক্ষায় প্রবেশ (শতকরা হার)	জিডিপি মাথাপিছু আয় (পিপিপি)
শ্রীলংকা	৯৭	০.৭৫১	৭৪.৯	৯৪.২	৯৯	৪৯৪৩ ডলার
ভারত	১৩৪	০.৫৪৭	৬৫.৪	৭৪.৪	৮৩	৩৪৬৮ ডলার
ভূটান	১৪১	০.৫২২	৬৭.২	৫৩.০	৮৭	৫২৯৩ ডলার
বাংলাদেশ	১৪৬	০.৫০০	৬৮.৯	৫৫.৯	৮৫	১৫৫৯ ডলার
পাকিস্তান	১৪৫	০.৫০৪	৬৫.৪	৫৮.২	৭১	২৫৫০ ডলার
আফগানিস্তান	১৭২	০.৩৯৮	৪৮.৭	২৮.০	৬১	১৪৬০ ডলার
নেপাল	১৫৭	০.৪৫৮	৬৮.৮	৬৮.২	৬১	১১৬০ ডলার
মালদ্বীপ	১০৯	০.৬৬১	৭৬.৮	৯৮.০	৯৬	৫২৭৬ ডলার

সূত্র: The state of the world's children 2011, UNDP, 2011

২০১০ সালে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯। ২০১১ সালে ২০১০ সালের তুলনায় ১৭ ধাপ পেছালেও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ২৫% কমাতে পেরেছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। বাংলাদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলে ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় ক্রমে পিছিয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে-
ক. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
খ. শিক্ষিত জনগোষ্ঠী
গ. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
ঘ. মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলি ও তার সম্ভাব্যতা

২. মানব উন্নয়ন সূচক হচ্ছে–
ক. মানুষের আয়ুষ্কাল
খ. বয়স্ক শিক্ষার হার
গ. মাথাপিছু আয়
ঘ. উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠির হার

৩. অনুন্নত দেশ বলতে কী বোঝায়?
ক. HDI যদি ০.৫ এর নিচে হয়
খ. HDI যদি ০.৮০ এর বেশি হয়
গ. মাথাপিছু আয় কম

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, খ, গ, ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ বলতে কী বোঝায়?
২. মানব উন্নয়ন সূচক, কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে অর্জিত ধারণা থেকে দু'টির মধ্যকার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য উল্লেখ করুন।
২. মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. মানব উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বর্ণনা করুন।